বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, প্রশাসন বিভাগ, কুর্মিটোলা
বোর্ড ও সমন্বয় শাখা
www.caab.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মে/২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, বিবিপি, বিএসপি, বিইউপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি।
সভার স্থান	:	সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষ।
সভার তারিখ	:	০৮/০৫/২০২৩ খ্রিঃ।
সভার সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত। এছাড়া বিমানবন্দর পরিচালকগণ/ব্যবস্থাপকগণ অনলাইনে (Zoom) এর মাধ্যমে যুক্ত হন।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) সভার নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন	কোনো সংশোধনী না থাকায় এপ্রিল/২০২৩ মাসের কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।		পরিচালক (প্রশাসন)
২.	শূন্য পদ পূরণ	ক) কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা-২০২১ অনুযায়ী ৯২৪ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির আবেদনের সময়সীমা ৩০-০৪-২০২৩ তারিখ শেষ হয়েছে। যাচাই-বাছাই শেষে পরীক্ষা গ্রহণসহ অন্যান্য কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে। খ) টেলিটক সিম কোম্পানীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তারা জানান যে, ৯২৪ টি পদের বিপরীতে মোট ১,৯৭,৯৫৯টি আবেদন পাওয়া গেছে। প্রার্থীদের তথ্যের রিপোর্ট তৈরির কার্যক্রমও প্রায় শেষের দিকে এবং আগামী সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রার্থীদের রোল নম্বর Automatically generated হলেও নম্বরের মিল রেখে রোল নম্বর প্রদানের জন্য টেলিটক সিম কোম্পানীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, সে মোতাবেক তারা কাজ করছে। এছাড়া, পরীক্ষার আসনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা শেষ করে দ্রুত আসন নির্ধারণ করা হবে এবং যথ সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।	ক) কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা-২০২১ অনুযায়ী অবশিষ্ট শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে। খ) নতুন নিয়োগ পরীক্ষার আসন বিন্যাসের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং আবেদন শেষ হওয়ার পর টেলিটকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	খ) পরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.	ওয়েবসাইট উন্নয়ন	ক) পরিচালক (সিএনএস) জানান যে, নতুন ওয়েবসাইট উন্নয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নতুন কোন তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোডের প্রয়োজন হলে তা আপলোড করা হয়।	ক) কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট উন্নয়ন ও দৃষ্টিনন্দনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	(ক)নির্বাহী পরিচালক (সেমস)/ পরিচালক (সিএনএস)
		খ) পরিচালক (সিএনএস) জানান যে, বিভিন্ন পয়েন্টে রবি'র নেটওয়ার্ক উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেসকল স্থানে নেটওয়ার্ক জনিত সমস্যা হয় সেসকল স্থানে সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট এরিয়ায় নেটওয়ার্কজনিত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বলাকা ভবনের ছাদে রবি কর্তৃক একটি এন্টেনা স্থাপনের লক্ষ্যে বিমানের লিগাল শাখা কর্তৃক Assessment সম্পাদনান্তে চূড়ান্ত কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর বলাকা ভবনের ছাদে এন্টেনা স্থাপন কাজ শুরু করবে। বিমানের ওয়েবসাইক হ্যাক এবং হজ্ব মৌসুম চলায় বিমান নানারকম কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এন্টেনা স্থাপনের কার্যক্রম দেরি হচ্ছে। অদ্য ০৮-০৫-২০২৩ তারিখ বিমানের সাথে রবির সভা হওয়ার কথা রয়েছে।	খ) রবি'র নিকট হতে নেয়া কর্পোরেট সিম ব্যবহারে যেন কোন সমস্যা না হয় সে জন্য রবি'র সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(খ) সদস্য (এটিএম)/ পরিচালক (সিএনএস)
		গ) পরিচালক (সিএনএস) জানান যে, H6 বিল্ডিং এ রবি এন্টেনা স্থাপনের কাজ ১০-০৫-২০২৩ তারিখ হতে শুরু হবে এবং এক মাসের মধ্যে স্থাপন শেষ হবে। টাওয়ার স্থাপনের পর তা সচল করতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য তারা এ সংস্থার ই/এম বিভাগের সাথে যোগাযোগ করছে। টাওয়ার স্থাপন সম্পন্ন হলে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ই/এম বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সাপোর্ট দেওয়া হবে।	গ) হশাআবিতে রবি নেটওয়ার্ক সক্রিয়করণের জন্য কাওলার আ/এ মোবাইল টাওয়ার স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	(গ ও ঘ) সদস্য (এটিএম)/ নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি)/ পরিচালক (সিএনএস)/ উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা)
		ঘ) পরিচালক (সিএনএস) জানান যে, ৪টি মোবাইল কোম্পানী অদ্য ০৮/০৪/২০২৩ তারিখ প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় বসে তাদের কর্ম পরিকল্পনা পেশ করবে। পরিকল্পনার মধ্যে যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তারা তা সংশোধন করবে। আগামী ১০-০৫-২০২৩ তারিখ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বসে তাদের গৃহিত পরিকল্পনাটি পেশ করার কথা রয়েছে।	ঘ) থার্ড টার্মিনাল বিল্ডিং এর কনস্ট্রাকশন কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই মোবাইল নেটওয়ার্ক কার্যক্রমের ওয়ারিং স্থাপন শেষ করতে হবে তাই ডিজাইনারদের সাথে বসে আলোচনা করে কর্ম পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে।	
৪.	প্রশিক্ষণ	(ক) পরিচালক (সিভিল এভিয়েশন একাডেমি) জানান যে, Course Plan টার্গেট অনুযায়ী সিভিল এভিয়েশন একাডেমির প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ মাস থেকে পর্যায়ক্রমে ৮টি আন্তর্জাতিক কোর্স করানো হবে। ইতোমধ্যে একটি আন্তর্জাতিক কোর্স অনলাইনে শুরু হয়েছে। আগামী ২২/০৫/২০২৩ থেকে ২৪/০৫/২০২৩ তারিখ আরও একটি কোর্স করানো হবে। ০২-০৫-২০২৩ তারিখে কর্মকর্তাদের ০৪ সপ্তাহ ব্যাপী ২টি ফাউন্ডেশন কোর্স সদস্য(প্রশাসন) মহোদয়ের ওপেনিং এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এছাড়া, এরোড্রাম এসিস্ট্যান্টদের জন্য ১৮ সপ্তাহের জন্য Basic Elementary Course সদস্য (এটিএম) মহোদয়ের ওপেনিং এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। এছাড়াও, এ মাসের ১৪-০৫-২০২৩ তারিখ Basic Office Management Course শুরু হবে।	(ক) অনুমোদিত Course Plan এর কার্যক্রম টার্গেট অনুযায়ী একাডেমির প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। (খ) APA এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া, সকল বিমানবন্দরে নিয়মিত On the Job Training-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এর তথ্য প্রতি মাসের ১-৩ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছক মোতাবেক সদর দপ্তরের	ক)পরিচালক (সিএএ) (খ)নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি)/ নির্বাহী পরিচালক (সেমস)/ পরিচালক (সকল)/ পরিচালক (সিএএ)/ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক

<table>
<tr><th></th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(খ) APA এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়মিত বিভিন্ন মেয়াদে On the Job Training করানো হয়। এছাড়া, অন্যান্য বিমানবন্দরেও OJT কার্যক্রম চালু আছে। APA- তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রতিমাসে ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সদর দপ্তরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(গ) পরিচালক (সিএএ) জানান যে, গত সমন্বয় সভার পর তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। আগামী সমন্বয় সভায় নতুন অগ্রগতি পেশ করা হবে।</td><td>প্রশাসন বিভাগে আবশ্যিক ভাবে প্রেরণ করতে হবে।
<table><tr><th>দপ্তর/ ইউনিটের নাম</th><th>প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু</th><th>প্রশিক্ষণের সময়কাল</th><th>প্রশিক্ষণে উপস্থিতির সংখ্যা</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
(গ) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও চাহিদা অনুযায়ী মাসভিত্তিক প্রশিক্ষণের তথ্য প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>(সকল)

(গ) পরিচালক (সিএএ)</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>বেবিচকের কোর্ট মামলা নিষ্পত্তি</td><td>(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে ‘ছক’ মোতাবেক তথ্য প্রেরণ অব্যাহত আছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসের কোর্ট মামলার বিবরণী:
<table><tr><th>বিবরণ</th><th>সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr><tr><td>এপ্রিল/২৩ মাসের প্রারম্ভিক</td><td>৩০৪টি</td><td>--</td></tr><tr><td>এপ্রিল/২৩ মাসে দায়ের</td><td>০১টি</td><td>--</td></tr><tr><td>মোট মামলা</td><td>৩০৫টি</td><td>--</td></tr><tr><td>এপ্রিল/২৩ মাসে নিষ্পত্তি</td><td>০৪টি</td><td>--</td></tr><tr><td>মাস শেষে অনিষ্পন্ন</td><td>৩০১টি</td><td>---</td></tr><tr><td>মামলার রায় বিপক্ষে যাওয়ার কারণ</td><td>--</td><td>এপ্রিল/২০২৩ মাসে কোনো মামলার রায় বেবিচকের বিপক্ষে যায়নি।</td></tr><tr><td>আপীল করা হয়েছে কিনা</td><td>--</td><td>যেহেতু কোনো মামলা বেবিচকের বিপক্ষে যায়নি সেহেতু আপিল করার প্রয়োজন হয়নি।</td></tr></table>
(খ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীদের মতামতের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(গ) সদস্য (প্রশাসন) জানান যে, বর্তমানে কোর্ট মামলার ভালো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেশ কিছুদিন উচ্চ আদালত কর্তৃক মামলার রায় বেবিচকের পক্ষে আসায় আপিল করার প্রয়োজন হয়নি।</td><td>ক) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞ আইনজীবীদের মতামত ও মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) যে সকল মামলার রায় বেবিচকের বিপক্ষে গেছে তার সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল করতে হবে ও স্থগিত মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মনোলোভা কাবাব রেষ্টুরেন্ট উচ্ছেদ করতে হবে।</td><td>(ক+খ+গ) সহকারি পরিচালক (আইন)</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA)</td><td>(ক) গত ০৪/০৪/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট এপিএ-এর কার্যক্রম প্রমাণক সমূহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং বেবিচক-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকের অগ্রগতির তথ্যাদি প্রমাণকসহ এপিএ এমএস সফটওয়্যারে ১১/০৪/২০২৩ তারিখ আপলোড করা হয়েছে।

(খ) APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২২-২৩ এর APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট আছে। সভাপতি জানান যে, APA তে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কার্যসমূহ চ্যালেঞ্জিং হতে হবে, তবে যেটি বাস্তবায়ন করা যাবে না তা APA তে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।</td><td>(ক) সংশ্লিষ্ট এপিএ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে।

(খ) APA-তে ২০২২-২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ বজায় রাখতে হবে।</td><td>(ক+খ) পরিচালক (সকল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)/ এপিএ টিম প্রধান/ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।</td></tr>
<tr><td>৭.</td><td>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন</td><td>(ক) গত ০৫/০৪/২০২৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, কাওলার আবাসিক এলাকায় নবনির্মিত বিনোদন পার্কের দেয়ালে শিক্ষণীয় বাণী ও ছবি এবং</td><td>(ক) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(খ) কাওলার আবাসিক এলাকায় নবনির্মিত বিনোদন</td><td>(ক) পরিচালক (প্রশাসন)

(খ) প্রধান প্রকৌশলী/ পরিচালক</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>গুণীজনদের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা চূড়ান্তকরণপূর্বক দেওয়াল লেখার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, পার্কটি পরিচালনার জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করণের নিমিত্ত তাদের থেকে প্রাপ্ত আবেদন যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্ত করণের জন্য গঠিত কমিটি কাজ করছে।</td><td>পার্কের দেয়াল লিখনসহ অন্যান্য সকল কাজ দ্রুত শেষ করে পার্কটি চালু করতে হবে।</td><td>(প্রশাসন)</td></tr>
<tr><td>৮.</td><td>সিএএবি'র নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম ও ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি</td><td>(ক) পরিচালক (সিএনএস) বলেন, 'Digital Airport Services', AVSEC ID Portal ও height clearance সহ ০৪টি কার্যক্রম মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক আগামী ১০/০৫/২০২৩ তারিখ উদ্বোধন হবে।

খ) উপ-পরিচালক(প্রশাসন) জানান যে, বেবিচক-এর ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত ০৮/০১/২০২৩ তারিখে অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৩১/১২/২০২২ তারিখে বিমানবন্দর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা বিষয়ক ১৬/০১/২০২৩ তারিখ একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২য় কর্মশালা ২০২৩ খ্রিঃ এর মে কিংবা জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, গত ২১ ও ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে সিএএবির নব নিয়োগকৃত ৫০ জন (প্রতি ব্যাচ ২৫ জন) কর্মকর্তা নিয়ে ইনোভেশনের ৩য় ও ৪র্থ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।</td><td>(ক) Digital Airport Services' এর কার্যক্রম অনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) ইনোভেশন টিমের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উপর সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে ২য় কর্মশালা আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।</td><td>(ক) নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি/ পরিচালক (সিএনএস)/ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
(খ) সদস্য (প্রশাসন)/পরিচালক (সিএএ)/ উপ-পরিচালক (প্রশাসন)</td></tr>
<tr><td>৯.</td><td>অভিযোগ ও গণশুনানী</td><td>(ক) অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির মাসিক প্রতিবেদন স্মারক নং: ৩০.৩১.০০০০.২১১.৩১.০১০. ২২.৮৯২, তারিখ: ০৩-০৫-২০২৩ এর মাধ্যমে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) গত ০৫/০৯/২০২২ তারিখ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গণশুনানী ও ১৪/০৩/২০২৩ তারিখ স্টেক হোল্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২৯/০৩/২০২৩ তারিখ স্টেকহোল্ডারদের সভা ও ২২/১২/২০২২ তারিখ গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এ গত ২১/০৩/২০২৩ তারিখ গণশুনানী ও ২০/০৩/২০২৩ তারিখ স্টেকহোল্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। কক্সবাজার বিমানবন্দরে ২৭/০৯/২২ তারিখ ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ১৪/০৯/২২ তারিখ স্টেকহোল্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।</td><td>ক) নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) প্রত্যেক বিমানবন্দর হতে প্রতি কোয়ার্টারে ন্যূনতম ১টি স্টেকহোল্ডার সভা ও ১টি গণশুনানীর আয়োজন করতে হবে এবং গণশুনানীতে চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। গণশুনানীর ফিডব্যাক এর জন্য স্টেক হোল্ডারদের পত্র দিতে হবে।</td><td>নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি)/ পরিচালক (প্রশাসন)/ পরিচালক (শাহ আমানত আন্তঃ বিমানবন্দর/ পরিচালক (ওসমানী আন্ত বিমানবন্দর)/ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক (সকল)</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>বিভাগীয় মামলা</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং নির্ধারিত ছক অনুযায়ী মামলাসমূহের তথ্য প্রেরণ অব্যাহত আছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসের বিভাগীয় মামলার বিবরণী:
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>মার্চ/২০২৩ মাসের জের</td><td>১৯টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২০২৩ মাসে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা (বিস্তারিত কপি সংযুক্ত)।</td><td>০৩টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>মোট মামলার সংখ্যা</td><td>২২টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২০২৩মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</td><td>০২টি</td><td></td></tr>
<tr><td>মাস শেষে অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</td><td>২০টি</td><td>--</td></tr>
</table>
৬ মাস বা তদুর্ধ্ব পেন্ডিং মামলার বিবরণ:
<table>
<tr><td>অনুর্ধ্ব ৬ মাস পেন্ডিং মামলা</td><td>০৬টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>অনুর্ধ্ব ১ বছর পেন্ডিং মামলা</td><td>০৪টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>অনুর্ধ্ব ২ বছর পেন্ডিং মামলা</td><td>০২টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>২ বছর উর্ধ্বে পেন্ডিং মামলা</td><td>০৮টি</td><td>--</td></tr>
<tr><td>মোট মামলার সংখ্যা</td><td>২০টি</td><td>--</td></tr>
</table>
(খ) বিচার বিভাগীয় মামলাসমূহের আলোকে সৃজিত বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করে দ্রুত</td><td>(ক) অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) বিচার বিভাগীয় মামলাসমূহের আলোকে সৃজিত বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তদন্ত</td><td>(ক-গ) পরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশিক্ষণ)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। একইসাথে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে।

(গ) যে সকল তদন্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগীয় মামলা তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেনি, দ্রুত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বারংবার তাগিদ পত্র দেয়া হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষের বিধি মোতাবেক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।</td><td>কর্মকর্তাগণকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সঠিকভাবে বিভাগীয় মামলা তদন্তপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদান করা না হলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>১১.</td><td>অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি</td><td>(ক) ছক মোতাবেক তথ্য প্রেরণ অব্যাহত আছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন:
<table>
<tr><th>বিবরণ</th><th>সংখ্যা</th><th>টাকা (লক্ষ)</th></tr>
<tr><td>মার্চ/২০২৩ মাসের জের</td><td>১১৬০</td><td>৩২০৯৮৪৪.৪২</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২০২৩ মাসে আগত</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>মোট আপত্তি</td><td>১১৬০</td><td>৩২০৯৮৪৪.৪২</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২০২৩ মাসে নিষ্পত্তি</td><td>০৫</td><td>১৫৪৪.৯৮</td></tr>
<tr><td>মাস শেষে অনিষ্পন্ন</td><td>১১৫৫</td><td>৩২০৮২৯৯.৪৪</td></tr>
<tr><td>অনুষ্ঠিত দ্বি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা</td><td>--</td><td>--</td></tr>
<tr><td>অনুষ্ঠিত ত্রি-পক্ষীয় সভার সংখ্যা</td><td>--</td><td>--</td></tr>
</table>
(খ) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে দ্রুত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের সাথে কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়া, প্রতিমাসে ৪টি অভ্যন্তরীণ সভা করা হচ্ছে।

(গ) কেন্দ্রীয় অডিট অধিদপ্তরের সাথে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করার নিমিত্ত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

(ঘ) এপ্রিল/২০২৩ মাসের অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন:
<table>
<tr><th>মার্চ/২৩ মাস পর্যন্ত আপত্তির জের</th><th>এপ্রিল/২৩ মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা</th><th>অবশিষ্ট আপত্তি</th><th>জবাব পর্যালোচনাধীন</th></tr>
<tr><td>৩৮১টি</td><td>৩৬টি</td><td>৩৪৫টি</td><td>৫৯টি</td></tr>
</table></td><td>ক) অডিট আপত্তির বিষয়ে ছক মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে তথ্য প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

খ) আপত্তিসমূহ সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

গ) প্রতিমাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) প্রতিমাসে অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তির সংখ্যা ও এর অগ্রগতি সমন্বয় সভায় জানাতে হবে।</td><td>(ক, খ ও গ) সদস্য (অর্থ)/ পরিচালক (অর্থ)/ উপ-পরিচালক (অডিট)</td></tr>
<tr><td>১২.</td><td>হশাআবি'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের কার্যক্রম</td><td>বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। যাত্রীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে। হশাআবি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এপ্রিল/২০২৩ মাসের প্রতিবেদন নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ নাম</th><th>মামলা সংখ্যা</th><th>আসামীর সংখ্যা</th><th>আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ</th><th>কারাদন্ড</th></tr>
<tr><td>জনাব মোঃ নাজমুল ইসলাম সরকার</td><td>৫৬টি</td><td>৫৬ জন</td><td>১,১৭,০০০/-</td><td>০৮জন</td></tr>
<tr><td>জনাব মোঃ মাসুম রেজা</td><td>৫৮টি</td><td>৬৩ জন</td><td>৫,২৮,০০০/-</td><td>১৫জন</td></tr>
<tr><td>জনাব মোঃ আজিজুর রহমান</td><td>৬২টি</td><td>৬৯ জন</td><td>৭,৬০,০০০/-</td><td>০৮জন</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট</td><td>১৭৬টি</td><td>১৮৮ জন</td><td>১৪,০৫,০০০/-</td><td>৩১জন</td></tr>
</table>
পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, হশাআবিতে কর্মরত ০৩ জন ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে ০২ জন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে সম্প্রতি বদলী হয়েছে। তন্মধ্যে ০১ জন ইতোমধ্যে অন্যত্র বদলী হওয়ায় তাকে অবমুক্ত করা হয়েছে। বদলীকৃত অন্য জন চলে গেলে ০১ জন ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে পুরো বিমানবন্দরের কাজ চালানো দুরূহ। সভাপতি জানান যে, নতুন ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্তির পূর্ব পর্যন্ত আর</td><td>হশাআবি'র বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন ছক মোতাবেক সদর দপ্তর ও পরিচালক, হশাআবি'কে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হশাআবি</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th></th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>কোন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অবমুক্তি করা যাবে না। নতুন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সংযুক্তির জন্য জরুরিভাবে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td>(ক) বিমান এয়ারলাইন্সের নিকট সিএএবি'র বকেয়া পাওনা</td><td>(ক) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স-কে বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর নিকট ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া রাজস্ব পাওনার পরিমাণ নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>এয়ারলাইন্সের নাম</th><th colspan="2">ডিসেম্বর/২০২২</th><th colspan="2">জানুয়ারি/২০২৩</th><th colspan="2">ফেব্রুয়ারি/২০২৩</th><th>পুঞ্জি. বিল</th><th>মোট (পুঞ্জি. বিল, ভ্যাট, সুদসহ, সমন্বয়কৃত)</th></tr>
<tr><td></td><td>বিল টাকা</td><td>পরিশোধ</td><td>বিল টাকা</td><td>পরিশোধ</td><td>বিল টাকা</td><td>পরিশোধ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>বিমান বাংলাদেশ</td><td>১১৮,৯৩৭,২২২.১০</td><td>২২৮,৭৫৫,৩০৫.১৮</td><td>১৭২,৮৩২,২৮০.০৫</td><td>১১১,১৮১,৫৮৯.০৫</td><td>১১১,৩১৮,১১৮.৭১</td><td>১২৪,৫৪৮,৫৮১.০০</td><td>১০,০৫১,৭৬৮,৮৫৮.০৫</td><td>৫২১৭১,৬১৮,৮৭০.৭৯</td></tr>
</table>
পরিচালক (অর্থ) জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এর সাথে বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। শাহ আমানত আন্তঃ বিমানবন্দরের বকেয়া পাওনার তথ্যের গরমিল থাকায় তা Reconciliation করে সঠিকতা বের করার নিমিত্ত উভয় পক্ষকে বসার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কে বারংবার পত্র দেওয়া হলেও তারা বসছে না। এছাড়া, বিমান থেকে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা দুদক কর্তৃক জানতে চাওয়ায় তার জবাব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দুদকের সুপারিশ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বিমানের সাথে বসা হয়েছে। কিন্তু এখনও তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। বিমানের বকেয়া পাওনাদি আদায়ের বিষয়ে প্রত্যেক বিমানবন্দর ব্যবস্থাপকগণও আলাদাভাবে বিমানকে নিয়মিতভাবে পত্র প্রেরণ করছে।

(খ) পরিচালক (অর্থ) জানান যে, বিমান কর্তৃক actual manifest সরবরাহ না করে তাদের মতো করে প্যাসেঞ্জার হতে আদায়কৃত এম্বার্কেশন ফি, বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি এবং প্যাসেঞ্জার সিকিউরিটি ফি সিএএবি কে প্রদান করে। প্যাসেঞ্জার actual manifest সরবরাহ করার জন্য বারংবার বিমানকে পত্র দেওয়া হলেও তা দিচ্ছে না। আগামী ১৬/০৫/২০২৩ তারিখের মন্ত্রণালয়ের সভায় বিষয়টি তোলা হবে । এছাড়া, মাসিক মন্ত্রণালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া, এরোন্যাটিক্যাল চার্জ যৌক্তিকভাবে পরিবর্তনের জন্য এ বিষয়ে সদস্য (এটিএম), পরিচালক (অর্থ) ও পরিচালক (এটি) এর সমন্বয় একটি কমিটি গঠিন করে যাচাই বাছাই শেষে রিপোর্ট প্রদানর জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>(ক) বিমানের নিকট সিএএবি'র বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর পত্র প্রেরণ করতে হবে ও নিয়মিত সভা আয়োজন করতে হবে। এছাড়া, বকেয়া পাওনার বিষয়ে প্রত্যেক বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক কর্তৃক আলাদাভাবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে যে পত্র দেওয়া হয় তার কপিসমূহ একত্রিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

খ) প্যাসেঞ্জার কর্তৃক পরিশোধিত বিভিন্ন ফি যথাযথভাবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স হতে আদায়ের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এরোন্যাটিকাল চার্জ যৌক্তিকভাবে পরিবর্তনের নিমিত্ত গঠিত কমিটির কার্যক্রম আগামী সভায় জানাতে হবে।</td><td>(ক) সদস্য (অর্থ)/ পরিচালক(অর্থ)/ উপ-পরিচালক (এটিএম)/ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক (সকল)

(খ) সদস্য (এটিএম)/ পরিচালক (অর্থ)/পরিচালক (এটি)</td></tr>
<tr><td></td><td>(খ) বিমান ব্যতিত অন্যান্য এয়ারলাইন্সের নিকট সিএএবি'র বকেয়া পাওনা</td><td>(ক) বিভিন্ন দেশীয় এয়ারলাইন্স-কে বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে।

(খ) বকেয়া পাওনা আদায়ের এয়ারলাইন্স গুলোর সাথে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। তাছাড়া, ২৬টি বিদেশী এয়ারলাইন্সের কাছে পাওনাদির বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সসহ অন্যান্য এয়ারলাইন্সের নিকট ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া রাজস্ব পাওনার পরিমাণ নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>এয়ারলাইন্সের নাম</th><th colspan="2">ডিসেম্বর/২০২২</th><th colspan="2">জানুয়ারি/২০২৩</th><th colspan="2">ফেব্রুয়ারি/২০২৩</th><th>পুঞ্জি. বিল</th><th>মোট (পুঞ্জি. বিল, ভ্যাট, সুদসহ, সমন্বয়কৃত)</th></tr>
<tr><td></td><td>বিল টাকা</td><td>পরিশোধ</td><td>বিল টাকা</td><td>পরিশোধ</td><td>বিল টাকা</td><td>পরিশোধ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ট্রিগেন্ট</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>১,৫৩০,৪২১,১১৪.০৭</td><td>৪,০৬৭,৭৫৭,৪৬৪.৫৯</td></tr>
</table></td><td>ক) বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের কাছে (বিদেশী এয়ারলাইন্সসহ) সিএএবি'র বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

খ) সকল এয়ারলাইন্স এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বকেয়া পাওনার বিষয়ে পৃথক সভার আয়োজন করতে হবে।</td><td>(ক) সদস্য (অর্থ)/ পরিচালক(অর্থ)/ উপ-পরিচালক (এটিএম)/ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক (সকল)

(খ) পরিচালক(অর্থ)/ উপ-পরিচালক</td></tr>
</table>

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(table below)	বিদেশী এয়ারলাইন্সসহ বকেয়া পাওনা আদায়ের অগ্রগতি জানাতে হবে।	(এটিএম)/ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক (সকল)
১৪.	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রণয়ন	উপ-পরিচালক(পরিকল্পনা) জানান যে, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত Revised APP কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হতোমধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। প্রকৌশল বিভাগের সিডি-৩, ই/এম-২, ই/এম-৩ এই ৩দপ্তরের Revised APP'র খসড়া পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।	যেসকল বিভাগ এখনো Revised APP প্রণয়ন করেনি তাদের Revised APP প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে APP, প্রস্তাবিত বাজেটের জন্য কাজের নাম পরিকল্পনা শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	সদস্য (সকল)/প্রধান প্রকৌশলী/ পরিচালক (সকল)/ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক (সকল) /সংশ্লিষ্ট কমিটি
১৫.	ই-ফাইলিং কার্যক্রমের মাধ্যমে নথি নিস্পত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়ন	(ক) প্রত্যেক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় ই-ফাইলিং ব্যবহারকারীগণকে ডাক ও নথি নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন ই-নথিতে লগইন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ই-নথির এডমিন সহকারী পরিচালক (সিএনএস) জানান যে, যেসব দপ্তরের অনিস্পন্ন ডাক ও নথি সর্বাধিক থাকে সেসব দপ্তরগুলোকে ডাক ও নথি নিস্পন্ন করার জন্য প্রতিমাসে ৩-৪বার নোটিফিকেশন দেয়া হয়। ডাক ও নথি নিস্পন্ন করতে পারলে মোটের উপর ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিস্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে। (গ) ই-গভর্ন্যান্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অধিকাংশ কাজ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করার জন্য সকল দপ্তর/বিভাগীয় প্রধান সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসে ই-ফাইলিং কার্যক্রম নিস্পত্তির হার গড়ে ৯৩%: (table below)	ক) প্রত্যেক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় ই-ফাইলিং ব্যবহারকারীগণ কে ডাক ও নথি নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন ই-নথি লগইন করতে হবে এবং ই-নথির সমন্বয়কারীকে সকল দপ্তরে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খ) যে সকল দপ্তরসমূহে একাধিক অনিস্পন্ন ডাক ও নথি রয়েছে সে সকল দপ্তরসমূহকে অতিদ্রুত অনিস্পন্ন ডাক ও নথিগুলোকে নিস্পন্ন করতে হবে। গ) এপিএ-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকল দপ্তরের অধিকাংশ কাজ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। এ ব্যাপারে সকল দপ্তর/বিভাগীয় প্রধানকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	(ক) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)/ই-ফাইলিং ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা। (খ) পরিচালক (সিএটিসি) (গ) সকল বিভাগীয় দপ্তর প্রধান
১৬.	বিবিধ-ক হশাআবি'র এভসেক বিভাগের কার্যক্রম উপস্থাপন।	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এপ্রিল/২০২৩ মাসের এভসেক বিভাগের কার্যক্রম নিম্নরুপ: (table below)	এভসেক শাখার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং এভসেকের কার্যক্রম মাস শেষে প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি)

Table in item continued from previous page (আলোচনা column):

নভোএয়ার	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ইউএস বাংলা	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	..
[illegible]							[illegible]	[illegible]
[illegible]							[illegible]	[illegible]
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Table in item ১৫:

নথির সংখ্যা	ডাক সৃজিত নোটে নিস্পত্তি	নোটে নিস্পত্তি	পত্র জারিতে নিস্পন্ন নোট	নোট	মোট পত্রজারি
৩৪৪	২৮১	৮৮০	১১২২	২২৮৩	১৮০১

Table in item ১৬:

[illegible]	তারিখ ও সময়	বিবরণ	মন্তব্য
বৈদেশিক মুদ্রা উদ্ধার	০১ এপ্রিল ২৩ খ্রি ২০১০ ঘটিকা	[illegible]	[illegible]
	১০ এপ্রিল ২৩ খ্রি ২০০০ ঘটিকা	[illegible]	[illegible]
	১২ এপ্রিল ২৩ খ্রি ১১০০ ঘটিকা	[illegible]	[illegible]

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(নিচের অভ্যন্তরীণ সারণি দেখুন)		
	বিবিধ-খ বিমান কর্তৃক বেবিচক এর জমি ব্যবহার	(ক) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক বিভিন্ন বিমানবন্দরে কতোটুকু জায়গা ব্যবহৃত হয় সেটির সার্ভে কাজ সম্পাদনপূর্বক রিপোর্ট জমা দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে দেখা যায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স অতিরিক্ত জায়গা ব্যবহার করছে। হশাআবি'র যৌথ সার্ভে রিপোর্টে ০৪টি আপত্তিসহ বিমানের প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন। সিএএবির জায়গাসহ বেবিচকের পাওনাদির ২০টি বিষয় তারা একমত পোষণ করেন এবং ০৪টি বিষয়ে তারা দ্বিমত পোষণ করেন। যেসকল বিষয়ে একমত পোষণ করেছে সে সব বিষয়ে বিমানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরে বিমান অনাগ্রহ দেখাচ্ছে। তারা অমিমাংসিত বিষয় গুলো সমাধানের পরিবর্তে মন্ত্রণালয়কে দিয়ে চাপ প্রয়োগ করতে চাচ্ছে। বিমান কর্তৃক ব্যবহৃত অতিরিক্ত জায়গা উদ্ধারের নিমিত্ত (ঈর্শ্বাল কলোনীর পার্শ্বে হাজী ক্যাম্প সংলগ্ন স্থানে) সিভিল এভিয়েশন একাডেমী ভবন নির্মাণের কার্যক্রম খুব দ্রুত শুরুর চেষ্টা চলছে। চেয়ারম্যান জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা হওয়ায় যাত্রার শুরুর লগ্নে যখন তাদের জায়গা ছিল না তখন বিভিন্ন মেয়াদে সিএএবি কর্তৃপক্ষ তাদের জায়গা লিজ দিয়েছে। সরকার কর্তৃক এখন তাদের উত্তরা, ধানমন্ডি, পূর্বাচলে অনেক জায়গা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, সভারেও তাদের অনেক জায়গা রয়েছে। প্রয়োজনে ঐ সকল জায়গা তারা ব্যবহার করতে পারে। সিএএবি কর্তৃক লিজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। দিন দিন সিএএবির আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। এ পরিস্থিতিতে জায়গার অভাবে এখনই নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। জায়গা না থাকায় এয়ারপোর্ট এক্সটেনশন করা যাচ্ছে না। তাই রেশনিং করতে হবে এব সব কিছু মাষ্টার প্লানের আওতায় আনতে হবে। (খ) ৩য় টার্মিনালের মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করতে হবে। ঐ প্ল্যান বাস্তবায়নের পর যে অবশিষ্ট জায়গা থাকবে তা থেকে অন্য সংস্থাকে জায়গা দেয়া হবে। ৩য় টার্মিনালের পরিপূর্ণ নকশা অনুযায়ী রাস্তার কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ছাপড়া মসজিদ স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে দ্রুত সভা করতে হবে। সভাপতি জানান যে, RAB অতিরিক্ত জায়গা নিচ্ছে তাদের থেকে জায়গা উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। APBN-কে এয়ার সাইডে জায়গা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি। এখন অন্যান্য বিমানবন্দরগুলোতেও APBN জায়গা চাচ্ছে। এখন থেকে কোন সংস্থাকে এয়ার সাইডে জায়গা দেয়া যাবে না। সদস্য (নিরাপত্তা)	ক) বিমান কর্তৃক অননুমোদিত ভাবে ব্যবহৃত ও অতিরিক্ত দখলকৃত জায়গা উদ্ধারের নিমিত্ত উভয় সংস্থা সভা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, সিভিল এভিয়েশন একাডেমী ভবনের জন্য নির্ধারিত স্থানে ভূমির অবকাঠামো/স্থাপনা নির্মাণের দৃশ্যমান কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে। খ) RAB থেকে জায়গা উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩য় টার্মিনালের পরিপূর্ণ নকশা অনুযায়ী রাস্তার কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ছাপড়া মসজিদ স্থানান্তরের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে সভা করতে হবে। গ) তেজগাঁও-এ NAVY কর্তৃক ব্যবহৃত সিএএবির আবাসিক ভবনের দখল গ্রহণ ও উক্ত স্থানে নতুন আবাসিক ভবন নির্মানের সাইনবোর্ড দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। বিমান বাহিনীকে সিএএবি এর পকেট জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাদের থেকে নতুন জায়গা দেওয়ার জন্য উক্ত স্থান পরিদর্শন সহ ব্যবস্থা নিতে	(ক) সদস্য (প্রশাসন)/ প্রধান প্রকৌশলী/ উপ-পরিচালক (এটিএম)/ উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) (খ) প্রধান প্রকৌশলী/ সদস্য (নিরাপত্তা)/ উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) (গ) প্রধান প্রকৌশলী/ উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা)

আলোচনা কলামের অভ্যন্তরীণ সারণি:

	১৮ এপ্রিল ২৩ ইং ০৩৩০ ঘটিকা	[illegible] ১৫০০০ ইউএস ডলার উদ্ধার করা হয়।	উদ্ধারকৃত [illegible] আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর, কাস্টমস হাউস, [illegible] এর নিকট প্রেরণ করা হয়।
	২৭ এপ্রিল ২৩ ইং ১২৫১ ঘটিকা	[illegible] (Shengelia) [illegible] ১৫,০০০.০০ (পনেরো হাজার) ইউএস ডলার উদ্ধার করা হয়।	উদ্ধারকৃত [illegible] আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর, কাস্টমস হাউস, [illegible] এর নিকট প্রেরণ করা হয়।
স্বর্ণ উদ্ধার	১০ এপ্রিল ২৩ ইং	[illegible] ০১ (এক) টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।	উদ্ধারকৃত [illegible] আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর, কাস্টমস হাউস, [illegible] হস্তান্তর করা হয়।
	১৯ এপ্রিল ২৩ ইং	[illegible] ০২ (দুই) টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়।	উদ্ধারকৃত [illegible] আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর, কাস্টমস হাউস, [illegible] হস্তান্তর করা হয়।
অন্যান্য	০৮ এপ্রিল ২৩ ইং	[illegible] ১০০ [illegible]	[illegible] হস্তান্তর করা হয়।

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		জানান যে, বিগত সভায় বিমানবন্দর থানাকে কতটুকু জায়গা দেওয়া হবে তা চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশনার প্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক (এভসেক) ও উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) সমন্বয় গঠিত কমিটি কাজ করছে। সরেজমিনে দেখা যায় বিমানবন্দর থানার অধীন .২৬ একর জায়গা রয়েছে-যা রাস্তা সহ তারা .৩০ একর ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু তারা ০১ (এক) একর জায়গা চাচ্ছে। যা কোন ভাবেই দেওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে তাদের ব্যবহারযোগ্য .২৬ একর জায়গা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সভার মতামত পেশ করেন। (গ) তেজগাঁও এভিয়েশন ভবন সংলগ্ন 'গ' ব্লকে সিএএবি এর নামে বরাদ্দকৃত ২.৩০ একর জমিতে ০২টি সি টাইপ বাসভবন রয়েছে। তার একটি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হওয়ায় ছেড়ে দেয়ার জন্য ইতোমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। এমইও সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত উক্ত জায়গা উদ্ধারের ব্যবস্থা নিতে হবে ও আবাসিক ভবন নির্মাণের নিমিত্ত সাইনবোর্ড দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। এছাড়া, সিএএবি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ছোট ছোট (পকেট) জায়গা বিমানবাহিনীকে ছেড়ে দিয়ে তাদের থেকে প্রাপ্ত জায়গায় কাজ করতে হবে। এ ব্যাপারে পরিদর্শন পূর্বক দ্রুত কার্যকরি ব্যবস্থা নিতে হবে। (ঘ) কাওলার রেলগেইট এলাকায় সিএএবি কর্তৃক বিআরটিএ কে লীজ দেয়া জায়গার খালি অংশ তাদের সীমানার মধ্যে নেয়ার জন্য বিআরটিএ কে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া, রেল অতিরিক্ত জায়গা দখল/ব্যবহার করছে কিনা তা দেখে পরবর্তী সমন্বয় সভায় জানানোর জন্য সভায় আলোচনা হয়।	হবে। ঘ) কাওলার রেলগেইট এলাকায় সিএএবি কর্তৃক বিআরটিএ কে লীজ দেয়া জায়গার খালি অংশ তাদের সীমানার মধ্যে নেয়ার জন্য বিআরটিএ কে দেয়া পত্রের অগ্রগতি জানাতে হবে। এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে দেওয়া জায়গার অতিরিক্ত জায়গা দখল/ব্যবহার করছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করে পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	ঘ) সদস্য (প্রশাসন)/ পরিচালক (প্রশাসন) /উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা)
	বিবিধ- গ অকেজো বিমান অপসারণ	আলোচ্য উড়োজাহাজসমূহ উড্ডয়নের উপযোগী কিনা তা যাচাই করার কাজ শেষ হয়েছে। এখন উড়োজাহাজসমূহের জব্দ তালিকা প্রস্তুতের নিমিত্ত নির্বাহী পরিচালক(হশাআবি) কর্তৃক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র দেয়া হয়েছে। জব্দ তালিকা প্রস্তুত ও উড়োজাহাজের অনুকূলে পাওনা/দেনা আছে কিনা তা জানানোর জন্য ব্যাংকে পত্র দেয়া হবে মর্মে সভায় জানানো হয়। পরবর্তীতে নিলাম কমিটির মাধ্যমে উড়োজাহাজসমূহের মূল্য নির্ধারণ করতঃ যথাযথ নিয়মে নিলাম কাজ সম্পন্ন করা হবে।	উড়োজাহাজসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিলামের কার্য সম্পাদন করতে হবে।	সদস্য (পরিঃওপরিঃ)/ সদস্য (এফএসআর) /নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি)/ পরিচালক (এইএলডি)
	বিবিধ-ঙ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের পেন্ডিং চিঠিপত্র সংক্রান্ত।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পেন্ডিং পত্রসমূহের জবাব ক্রমান্বয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ে বেবিচকের যে সকল পেন্ডিং ইস্যু রয়েছে সেগুলো সংগ্রহপূর্বক এর অগ্রগতির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।	সিএএবি হতে প্রেরিত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে যে সকল পত্রের জবাব দীর্ঘদিন পাওয়া যায়নি তার তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর প্রধান
	বিবিধ-ঙ মালামাল Software এ ইনপুট	পরিচালক (প্রশাসন) জানান যে, বেবিচকের স্টোর ম্যানেজমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্টোরের সকল দ্রব্যাদির তথ্য সফটওয়্যারে ইনপুট দিলে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু স্টোরের দ্রব্যাদির তথ্য সফটওয়্যারে ইনপুট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যা সমাধান কল্পে মডেম আপডেট করতে হবে। South Tech IT'র এর থেকে সোর্সকোড নেওয়ার জন্য ইতোমধ্যে চিঠি দেওয়া হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (সেমসু) সাথে তারা সভা করে South	বেবিচকের স্টোর ইউনিটের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য স্টোরের সকল দ্রব্যাদির তথ্য সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ লক্ষ্যে TigerIT এর সাথে বসতে হবে এবং পূর্ববর্তী IT কোম্পানী	পরিচালক (সকল)/ পরিচালক (সকল)/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল)/ বিমানবন্দর

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		Tech IT সোর্সকোড কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তর করবে বলে জানা যায়।	South Tech হতে সোর্সকোড গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপক (সকল)
	বিবিধ-চ বিমানবন্দর পরিদর্শ প্রতিবেদন দাখিল	সদস্য (অর্থ) সভায় জানান যে, কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিমানবন্দরে পরিদর্শনে গমন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করা হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিসহ সকল সমস্যা বা সুপারিশ পরবর্তীতে বাস্তবায়নে সহায়ক হয়। তাই নির্ধারিত একটি ফরমেট প্রস্তুত করা আবশ্যক। তিনি এবিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	কর্মকর্তাগণ প্রস্তুতকৃত ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন করার ১ সপ্তাহের মধ্যে চেয়ারম্যান বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	
	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ		
১।	সফওয়্যার ক্রয় সংক্রান্ত	(গ) Design, Development and Deployment of AT (Air Transportation) Management Software ক্রয়ের জন্য EOI আহ্বান করে ১৬টি প্রতিষ্ঠান মধ্যে ০৬টি প্রতিষ্ঠানের সঠিকতা পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ASL সিস্টেম লিঃ কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে মামলা থাকায় নতুন ঠিকাদার নিয়োগ কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে। মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনের সংশ্লিষ্ট আদালতে বেশ কিছুদিন ধরে মামলাটির শুনানী শেষে ০৫/০৪/২০২৩ তারিখে চূড়ান্ত রায়ের জন্য দিন ধার্য থাকলেও কোর্ট পরিবর্তন হওয়ায় চূড়ান্ত রায় হয়নি। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।	গ) Design, Development and Deployment of AT (Air Transportation) Management Software ক্রয়ের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	সদস্য (এফএসআর)/ নির্বাহী পরিচালক (সেমস্)
২।	নতুন পাস পলিসি (Airport Pass Policy 2020) অনুযায়ী নিরাপত্তা পাস প্রবর্তন কার্যক্রম	(ঘ) বিমানবন্দরে নতুন পাস পলিসি অনুযায়ী পাস প্রদানের জন্য AVSEC ID Portal এবং অন্যান্য Access Control Equipment প্রস্তুত রয়েছে। পাস প্রদানের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক নতুন পাস পলিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ১০/০৫/২০২৩ তারিখ নতুন পাস পলিসি উদ্বোধন করা হবে।	ঘ) আগামী ১০/০৫/২০২৩ তারিখে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সদস্য(নিরাপত্তা)
৩।	ইজারার বকেয়া অর্থ আদায় সংক্রান্ত	(ঙ) কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ইজারার বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কাস্টমস এর মতো কিছু সরকারি সংস্থা ইজারার বকেয়া অর্থ পরিশোধ করছে না। সরকারী যে সকল প্রতিষ্ঠান বকেয়া পরিশোধ করছে না তাদের বারংবার তাগিদ পত্র দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ইজাকৃত প্রতিষ্ঠানের বকেয়া আদায়ের পরিমান ও পাওনার হিসাবের ''ছক'' মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	ঙ) ইজারার বকেয়া অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)/ উপ-পরিচালক (এটিএম)
৪।	ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন	(চ) বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতঃ খসড়া ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে।	চ) ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২৩ দ্রুত প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (এফএসআর)
৫।	"হেলিপোর্ট স্থাপন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৩" এবং "এলিভেটেড হেলিপ্যাড নীতিমালা, ২০২৩" প্রণয়ন	(ছ) "হেলিপোর্ট স্থাপন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২২" এবং এলিভেটেড হেলিপ্যাড নীতিমালা, ২০২২" প্রণয়ন করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা করা হয়। পরবর্তী কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে।	ছ) "হেলিপোর্ট স্থাপন ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৩" এবং "এলিভেটেড হেলিপ্যাড নীতিমালা, ২০২৩" প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। একইসাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (এফএসআর)
৬।	বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা	(জ.১) গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ব্যবস্থাপনা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এছাড়া, বিমানবন্দর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও	জ.১) বিমানবন্দরসমূহ গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ও কার্গো ব্যবস্থাপনা	সদস্য (এফএসআর)/ সদস্য

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		এর উন্নয়নমূলক কর্মকাড মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে বেবিচক কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। (জ.২) কোন এয়ারলাইন্স চট্টগ্রাম ও সিলেট হতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনা করলে সিএএবি/বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগিতা করবে। (জ.৩) বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিমানের লাইসেন্স গ্রহণ ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং হতে আদায়কৃত ৫% অর্থ পরিশোধের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোন সভা হয়নি।	সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বেবিচক ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড যৌথভাবে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করবে ও মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। জ.২) চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বৃদ্ধির বিষয়ে সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ জনবল ও ইক্যুইপমেন্ট দরকার তা সার্ভে করে তথ্য আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। একইসাথে সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বিমান কতটা অগ্রসর হয়েছে এবং কি পরিমাণ সময় প্রয়োজন তাও তথ্য আকারে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। জ.৩) লাগেজ হ্যান্ডলিং-এর ক্ষেত্রে সর্বশেষ সময়সীমা ৬০ মিনিট হতে শীঘ্রই ৪৫ মিনিটে আনতে হবে এবং শেষ ব্যাগেজের সময় উল্লেখ করতে হবে। এছাড়াও বিমানবন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিমানের লাইসেন্স গ্রহণ ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং হতে আদায়কৃত ৫% বেবিচক-কে দেয়ার বিষয়টি বেবিচক ও বিমানের সাথে সভা করে অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ) নিষ্পত্তি করবেন।	(প্রশাসন)/ পরিচালক (সিএএ)
৭।	বেবিচক সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি প্রণয়ন	(ক.১) বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর বিধির খসড়া ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হবে। (ক.২) কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য নীতিমালার খসড়া সংশোধন করে ১৯/০২/২০২৩ তারিখ স্মারক নম্বর ৩০.০০.০০০০.০১৩.২২. ০০১.২১.৬১৯ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক.১) বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ এর বিধি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ক.২) বেবিচক'র কর্মকর্তা/ কর্মচারিগণের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য নীতিমালার খসড়া সংশোধন করে বেবিচক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	
৭।	"বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনা	(খ) "বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনা বিধিমালা" এর খসড়া পুনঃ পরীক্ষা করতঃ বিধিমালাটি সংশোধন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ে	খ) "বিমান দুর্ঘটনা ও মারাত্মক ঘটনা তদন্ত	সদস্য (এফএসআর)

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিধিমালা"	প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান।	বিধিমালা" প্রণয়নের কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	
৮।	"জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি" প্রণয়ন	(গ) "বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি"-র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি সভার আয়োজন করা হবে।	গ) সময় নির্ধারণপূর্বক "জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি"-এর খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	সদস্য (এফএসআর)
৯।	সংস্থাসমূহের বেদখলকৃত জমি সংক্রান্ত	(খ) ইতোপূর্বে সর্বশেষ ভোলা জেলার মৌজা চর নওয়াবাদ, জে এল নং-৫৯, আর এস বিভিন্ন দাগে এল এ কেস নং ৯/৭০-৭১ এর মাধ্যমে সিএএবি'র বেদখলকৃত ৩৫.৯১ একর ভূমির বিষয়ে তথ্য পেশ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী সমন্বয় সভায় ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটের বেদখলকৃত জমির তথ্য উপস্থাপন করা হবে। সিএএবির উদ্ধারকৃত ভূমি সমূহ সাথে সাথে দখলে আনয়ন ও সীমানা নির্ধারনী পিলার/বেড়া দেওয়ার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। (ঘ) ব্রিটিশ আমলে নির্মিত তৎকালীন বিমানবন্দরসমূহের জায়গাগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায় সংশ্লিষ্ট Act অনুযায়ী উল্লেখিত জমিসমূহ বেবিচক'র অনুকূলে বরাদ্দ দেয়ার জন্য উক্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে বেবিচকের জায়গাগুলো প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছিলো। পরবর্তীতে আইনের মাধ্যমে জায়গাগুলো পাওয়া গেছে। ঙ) বেবিচকের অধিগ্রহণকৃত হশাআবি এলাকায় RAB ও APBN কর্তৃক অতিরিক্ত জমি দখলে থাকায় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত মতে অতিরিক্ত দখলকৃত জায়গায় বেবিচকের তৃতীয় টার্মিনালের ওয়ার হাউজ নির্মাণের নিমিত্ত উক্ত জমি RAB এবং APBN-কে জরুরী ভিত্তিতে বেবিচকের নিকট হস্তান্তরের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে পত্র দেওয়া হয়। সর্বশেষ এবিষয়ে গত ০৮-১২-২০২২ RAB ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি অনুষ্ঠিত হয়। (চ) সিএএবি এর বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কে বারংবার পত্র দেওয়া হচ্ছে এবং এসব অমীমাংসিত বিষয়গুলো বসে মীমাংসা করার জন্য বলা হচ্ছে কিন্তু তাদের নিকট হতে সময় পাওয়া যাচ্ছে না। হশাআবিতে নির্মিত ৩য় টার্মিনালের জন্য অনেক জায়গার প্রয়োজন হওয়ায় কিছু বিষয়ে বেবিচক ও বিমানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিমান কর্তৃক দাবিকৃত আশকোনার জায়গার লিজ এর মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে জায়গাটি জরুরি ভিত্তিতে দখলমুক্ত করা আবশ্যক। এছাড়া, বিভন্ন সংস্থার কাছে বকেয়া পাওনার বিষয়ে তালিকা করে ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	খ) প্রতিমাসের সমন্বয় সভায় বেবিচক ও বাপক ২/৩টি জেলার জমির তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। একইসাথে বেদখলকৃত জমির ডাটাবেজ প্রস্তুত এবং বেদখলকৃত জমি উদ্ধারের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ) ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বিমানবন্দরসমূহের জায়গাগুলো বেবিচক'র নামে আনয়নের বিষয়ে বেবিচক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ঙ) সকল সংস্থায় জমি দখল/প্রাপ্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। চ) বেবিচক ও বিমান যৌথভাবে বসে লাউঞ্জের ভাড়াসহ যাবতীয় বকেয়া এবং আশকোনার জায়গাসহ সকল জায়গার বিষয় মীমাংসা করবেন এবং এবিষয়ে গৃহিত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। একইসাথে কোন কোন সংস্থার সাথে কি কি বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সদস্য(এটিএম)/ উপ-পরিচালক (সম্পত্তি)
১০।	বিমানবন্দরে মশা নিধন কার্যক্রম	নির্বাহী পরিচালক(হশাআবি) জানান যে, বিমানবন্দরে নিয়মিত ফগিং এবং স্প্রে করা হলেও রাতের বেলা আশেপাশে থেকে আগত মশা নিধন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। তাই কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ভুক্ত এরিয়ায় (বিমানবন্দরের	ক) বিমানবন্দরে মশক নিধনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে অবহিত	নির্বাহী পরিচালক (হশাআবি)/ সহকারী

	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		চারপাশে) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মশা নিধনের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তিনি আরও জানান যে, হশাআবি এর মশক নিধন করার জন্য রুটিন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে। তিনি জানান যে, বিমানবন্দরের অভ্যন্তর এলাকায় খাল, পুকুর, ডোবা যথাযথভাবে পরিস্কারের পাশাপাশি বিমানবন্দরের ভিতরে ও বাহিরে নিয়মিত মশার ঔষধ স্প্রে ও ফগিং কাযক্রম অব্যহত রয়েছে। এয়ারপোর্টের বিভিন্ন স্থানে মস্কিউটো ট্রাপ স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক আগামী ১৪জুন ২০২৩ তারিখ বিমানবন্দরের মশা নিধনের বিষয়ে আদালতে একটি সার্ভে রিপোর্ট পেশ করা হবে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যবহৃত মস্কিউটো ট্রপিং মেশিন বিমানবন্দরে পরীক্ষামূলক ব্যবহারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। একইসাথে বিমানবন্দর এরিয়া নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হচ্ছে এবং পরিদর্শনকৃত স্থান ছবিসহ বিষয়টি মনিটরিং করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়কে অবহিত করা হবে।	করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যবহৃত মস্কিউটো ট্রেপিং মেশিন বিমানবন্দরে ব্যবহার করা যায় কিনা এবিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। একইসাথে বিমানবন্দর এরিয়া নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতে হবে এবং পরিদর্শনকৃত স্থান ছবিসহ বিষয়টি মনিটরিং করা হচ্ছে মর্মে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। খ) ১৪ই জুনের পূর্বে সার্ভে কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং তা আদালতে প্রেরণ করতে হবে।	পরিচাল(আইন)
১১।	বিমানবন্দরে EDS, Scanner সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি অপারেশন সংক্রান্ত।	নতুন সরবরাহ পাওয়া ০৩টি মধ্যে ০১টি EDS হশাআবির কার্গো হাউজের পূরাতন অকেজো EDS অপসারণ করে বসানো হচ্ছে। যা এ মাসের মধ্যে কমিশনিং হবে। ওসমানী আন্তঃ বিমানবন্দরে নতুন EDS বসানো হচ্ছে।	EDS সংগ্রহের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং রপ্তানি কার্গো টার্মিনালের EDS, Scanner-সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপারেশনের কার্যক্রম এপ্রিল/২০২৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং বিষয়টি মন্ত্রণালয়েকে অবহিত করতে হবে।	পরিচালক (সিএনএস)
১২।	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামের জমি সংক্রান্ত	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ অ্যাপ্রোচ লাইটিং-এর জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর মালিকানাধীন ২.৮৫ একর জমি বেবিচক'র অনুকূলে হস্তান্তর করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর সাথে আলোচনা অব্যাহত আছে। এবং আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সুপারিশ করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম-এ অ্যাপ্রোচ লাইটিং-এর জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)-এর মালিকানাধীন ২.৮৫ একর জমি বেবিচক'র অনুকূলে হস্তান্তর করার বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	সদস্য (প্রশাসন)
১৩।	বিবিধ	পায়রা বন্দর নগরী এলাকায় বিমানবন্দর নির্মানের বিষয়ে নবগঠিত কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৮/০৪/২০২৩ তারিখ একটি সভা করেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করবেন। এছাড়া, উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা) –কে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	কমিটি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জায়গা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় মতামতসহ দ্রুততার সাথে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।	সদস্য (প্রশাসন)

২.০ চেয়ারম্যান অনলাইনে যুক্ত বিভিন্ন বিমানবন্দরের পরিচালক/ম্যানেজারদের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন এবং বিমানবন্দরের বিষয়ে খোজ খবর নেন। তাদের বিভিন্ন চাহিদা/সমস্যার বরাতে সংশিষ্ট বিভাগকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া, আলোচনা হয় যে বিমানবন্দরে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সংশিষ্ট বিমানবন্দরের পরিচালক/ব্যবস্থাপকগনকে না জানিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান অথবা নিয়ামক কর্মকর্তার নিকট হতে ছুটি অনুমোদন করতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.০ পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে পুনরায় ঈদের ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান
বিবিপি,বিএসপি,বিইউপি,এনডিইউ,এএফডব্লিউসি,পিএসসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

স্মারক নং-৩০.৩১.০০০০.২০১.১৫.০০৭.২১- ৭৩৪৮ তারিখ: ২৪/০৫/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):

০১. সদস্য .... (সকল), সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০২. প্রধান প্রকৌশলী, সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৩. নির্বাহী পরিচালক, সেমসু, সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৪. নির্বাহী পরিচালক, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৫. পরিচালক ....(সকল), সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৬. পরিচালক (সিভিল এভিয়েশন একাডেমি), সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৭. পরিচালক (সিএনএস), সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ সহ)।
০৮. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সকল), সিএএবি, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
০৯. বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১০. উপ-পরিচালক (সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা/অডিট/গণসংযোগ), সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১১. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১২. সহকারি পরিচাল (আইন),সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১৩. জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস, সহকারী পরিচালক (সিএনএস), সিএএবি, সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
১৪ বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক..(সকল)।

(মোঃ জহিরুল ইসলাম)
পরিচালক (প্রশাসন)
সিএএবি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
ফোন- ৮৯০১৪১২